সমকাল

তারিখ ... 9 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

▶ পাবলিক পরীক্ষা

# প্রশ্ন ফাঁসের উৎস কোথায়

■ সাব্বির নেওয়াজ

একের পর এক পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। ফাঁস হচ্ছে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নও। প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা কিছুতেই নিশ্চিত করতে পারছে না শিক্ষা বোর্ডসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এর আগে বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সব মহলের জিজ্ঞাসা, আসলে কোথা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে?

সরকারি সকল মুদ্রণকাজ 'সরকারি মুদ্রণালয়' (বিজি প্রেস) থেকে করা হয়। বিগত দিনে এ প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে নানা দুর্নামের বোঝা যুক্ত হলে গত বছর প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাড়ানো হয়। এরপরও প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করা যায়নি। বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই বিজি প্রেসকে সবাই সন্দেহ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

## প্রশ্ন ফাঁসের উৎস কোথায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করে। প্রশ্নপত্র শুধু বিজি প্রেস থেকেই ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, অন্যান্য জায়গা থেকেও হতে পারে। যে কোনো প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন যারা করেন তাদের মধ্য থেকেও তা হতে পারে। এছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও দুর্গম স্থানে ট্রেজারিতে প্রশ্নপত্র রাখা হয়। যেখানে ট্রেজারি নেই সেখানে ব্যাংকের ভল্টে, যেখানে ব্যাংক নেই সেখানেথানায় প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করা হয়। তারা মনে করছে, প্রশ্নপত্রের প্রণেতা, মডারেটরদের নীতিনৈতিকতা এবং ব্যাংক ও থানার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততাও প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানোর জন্য প্রয়োজন। এছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতাও জরুরি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তায় সব জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে দু'দফায় চিঠি দেওয়া হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানো যায়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, এবার তারা ঘটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কারা, কেন, কীভাবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটাচ্ছে তা যে কোনো মূল্যে খুঁজে বের করা হবে। মন্ত্রী বলেন, শুধু যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা অর্থের লোভে কোনো চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে তাই নয়। অর্থই যদি মূল উদ্দেশ্য হবে তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেসবুকে কথিত প্রশ্ন ছড়াচ্ছে কারা? এর সঙ্গে সরকারকে স্যাবোটাজ করার উদ্দেশ্যও রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

**অভিযোগের আঙুল বিজি প্রেসের দিকেই :** কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, ঘটনার প্রকৃতি, সরকারি বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ঘটনায় বিজি প্রেসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত। ফাঁস হওয়া প্রশ্নের বাজারজাত করে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। দু'একটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, বিভাগীয় ব্যবস্থার বাইরে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কখনোই ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশ্ন বিতরণ ও ফটোকপি করার সময় যাদের পাকড়াওয়ের ঘটনা রয়েছে, তাদের ব্যাপারেও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার শাস্তি ন্যূনতম ৩ থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

গত নভেম্বরে নেওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর বাংলা, গণিত ও ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম। তিনি সমকালকে বলেন, ওই পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপানো হয়েছিল বিজি প্রেসে। অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, তাদের প্রশ্ন ছাপানোর সময়কার সিসি টিভির ভিডিও ফুটেজ নেই। এ থেকে তারা বিজি প্রেসকে সন্দেহের তালিকায় আনেন। তিনি বলেন, বিজি প্রেসের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কার্যক্রম প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করায় মতো নয়। তিনি আরও জানান, ময়মনসিংহ শহরের দ্য ক্যাডেট একাডেমি নামে একটি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাজারজাত করা হয়। এর আগে ২০১১ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বিক্রির ২৪ লাখ টাকাসহ বিজি প্রেসের এক কর্মচারী আটক হয় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশের হাতে। সেবারও রংপুরের গঙ্গাচড়া ও রাজধানীকেন্দ্রিক কয়েকটি কোচিং সেন্টারের নাম উঠে আসে।

**সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটাল করার সুপারিশ :** পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। এ কমিটি এবারের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের তথ্য উদ্ঘাটনে আরও ১৫ দিন সময় চেয়েছে। কমিটির সদস্যরা আগামী ১৪ মে তদন্তের কাজে যাবেন ফরিদপুরের নগরকান্দায়।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কমপক্ষে চারশ' জনের একটি সিন্ডিকেট জড়িত বলে ধারণা করছে তদন্ত কমিটি। তদন্তকারীরা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাবে কাউকে আটক করার সুপারিশ করতে পারছে না। গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে আরও গভীর অনুসন্ধান করা হবে। আগামীতে প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড পদ্ধতির প্রশ্নপত্র সরবরাহের পরামর্শ সরকারকে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে সকল কেন্দ্রে ই-মেইল করে প্রশ্নপত্র পাঠানো যায় কি-না তা ভেবে দেখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যেক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং একজন কম্পিউটার অপারেটর। যারা প্রশ্নপত্র তৈরিতে মডারেটর হিসেবে কাজ করবেন তারাই শুধু তার বিষয়ের প্রশ্নের পাসওয়ার্ড জানবেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কেলেঙ্কারি শুধু শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নয়। এটা গোটা সমাজ যে দুর্নীতিগ্রস্ত তারই একটা নিদর্শন। মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে না। দৃষ্টান্তমূলক কিছু সাজা কার্যকর করা গেলে এ ব্যাধি কমে আসত বলে মনে করেন তিনি।